Major decisions on banning Polythene Shopping Bags

১. ঢাকা নগরীতে ২০ মাইক্রোন পর্যন্ত পুরু পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ ১-১-০২ তারিখ হইতে বন্ধের গণ-বিজ্ঞপ্তি

২. সমগ্র দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধকরণের প্রজ্ঞাপন

৩. পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অব্যাহতি

৪. পলিথিন শপিং ব্যাগ সম্পর্কে কতিপয় পুলিশ কর্মকর্তাগণকে তদন্ত ইত্যাদির ক্ষমতার্পণ

১. ঢাকা নগরীতে ২০ মাইক্রোন পর্যন্ত পুরু পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ ১-১-০২ তারিখ হইতে বন্ধের গণ-বিজ্ঞপ্তি

[*বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৩০-১২-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত*]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর

গণবিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০১

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জনজীবন ও সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে আগামী ১লা জানুয়ারী, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকায় পলিথিন শপিং ব্যাগ (২০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত বন্ধের জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

২। এই লক্ষ্যে আগামী ০১-০১-২০০২ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকার সর্বত্র পলিথিন শপিং ব্যাগের (২০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত না করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর আওতায় জারী করা হইল।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহাপরিচালক।

২. সমগ্র দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধকরণের প্রজ্ঞাপন

[*বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১১-৪-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত*]

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ই এপ্রিল ২০০২

নং পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬- সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, পলিথিন শপিং ব্যাগের নির্বিচার ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রূপ ধারণ করিয়াছে। এমতাবস্থায়, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১ নং আইন)-এর ৬ক (সংশোধিত ২০০২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ অর্থাৎ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রন -এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোংগা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায় উহাদের উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে সমগ্র দেশে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হইল।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ

(ক) এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে সময় সময়ে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লেখ করা হইলে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

৩. পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অব্যাহতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪/৭/৬৫/২০০২(অংশ-১)/৬৪২

২৭-০৪-১৪০৯ বাং
তারিখঃ --------------------।
১১-০৮-২০০২ ইং

প্রজ্ঞাপন

বিগত ০৮-০৪-২০০২ ইং তারিখে জারীকৃত অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (স্মারক নং-পবম-৪/২/ ৯/২০০২/২৪৬) এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিম্নবর্ণিত পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসাবে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে নির্ধারণ করা হইলঃ

(ক) বিস্কুট, চানাচুর, আটা, ময়দা, লাচ্ছা সেমাই, চা, চকলেট, দুধ (গুড়া ও তরল), ন্যাপথালিন, সার ও সিমেন্ট ব্যাগের ভিতরের লাইনার এবং ওরস্যালাইন, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জসহ ঔষধশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী।

তবে শর্ত থাকে যে, মোড়ক হিসাবে ব্যবহৃতব্য পলিথিনের পুরুত্ব কোনক্রমেই ১০০ (একশত) মাইক্রোনের নীচে হইবেনা এবং উহা পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে বা রিপ্যাকিং বা বাজারে শপিং ব্যাগ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিতরণঃ কার্যার্থে-
১। সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
২। সকল বিভাগীয় কমিশনার।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৫। সকল জেলা প্রশাসক।

মোঃ আশরাফ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব

৪. পলিথিন শপিং ব্যাগ সম্পর্কে কতিপয় পুলিশ কর্মকর্তাগণকে তদন্ত ইত্যাদির ক্ষমতার্পণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট ঃ ই/১৬, আগারগাঁও,
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিজ্ঞপ্তি

নং- পরিবেশ/১০০৬ তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০০২ ইং

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান।**

পলিথিন শপিং ব্যাগ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (যাহা ২০০২ সনের ৯ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ এর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও উল্লিখিত অন্যান্য কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত) এর ১৫ (১) ধারায় বর্ণিত টেবিলের ৪ নং ক্রমিকের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

তৎপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন সংশোধিত) এর ২ (খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত উপরোক্ত অপরাধসমুহের ব্যাপারে অনুসন্ধান, কোন স্থানে প্রবেশ, কোন কিছু আটক, আনুষ্ঠানিক তদন্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) অনুযায়ী মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে পুলিশের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে উক্ত আইনের ২ (খ) ধারায় সংজ্ঞায়িত "পরিদর্শক" এর ক্ষমতা প্রদান করা হইল ঃ-

(১) মেট্রোপলিটান এলাকায়	-	এস,আই/সমপর্যায় হইতে এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ পর্যন্ত;
(২) মেট্রোপলিটান বহির্ভূত এলাকায়	-	এস,আই/সমপর্যায় হইতে সহকারী পুলিশ সুপার পর্যন্ত।

২। পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) এর ৭(৩) ধারার অধীনে প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা না করা বা অন্যবিধ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং তদন্ত শেষে ৭ (৭) ধারার অধীনে তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটান এলাকায় এসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ ও তদুর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটান বহির্ভূত এলাকায় এ,এস,পি ও তদুর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তাকে উক্ত ধারাবলে এতদ্দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।